

# যে সিনেমা আসছে



Applied for e-ISSN vide application no. 76157, Dated 22/08/2026, UDYAM-WB-011-0097957

প্রথম বর্ষ, চতুর্থ মাস, চতুর্দশ সংখ্যা, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, কান্তিক ৫, ইংরেজি ২০২৬, অক্টোবর ২৩



# ইন্দো-পোল বাণিজ্য দ্বিগুণের লক্ষ্য

নয়াদিল্লি: ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করল ভারত ও পোল্যান্ড। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা বাড়াতে নতুন সংলাপ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আলোচনা শুরু এবং দুর্যোগ-সহনশীল পরিকাঠামো গড়ার আন্তর্জাতিক জোটে পোল্যান্ডের যোগদানের সিদ্ধান্তও দুই দেশের সম্পর্কের নতুন অগ্রাধিকারের তালিকায় জায়গা পেয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ভারত-পোল্যান্ড যৌথ বিবৃতিতে এই সিদ্ধান্তগুলির কথা জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে ২১ থেকে ২৩ অক্টোবর ভারত সফর করছেন পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল, যার মধ্যে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণে আগ্রহী প্রায় ১০০ জন বিশিষ্ট সংস্থাপ্রধান ও শিল্পপ্রতিনিধি রয়েছেন। দুই প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

২০২৪ সালের আগস্টে নরেন্দ্র মোদীর পোল্যান্ড সফরের সময় দুই *দ্বিতীয় পাতায়*

# এমএসএমই উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেশে ১৭,৬৭২টি কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন ৬,০৭,৪৯৭

নয়াদিল্লি: ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের (এমএসএমই) বিকাশ, উদ্যোগপতি তৈরি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস (নি-মসমে)। কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের অধীন এই স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানটি প্রশিক্ষণ, গবেষণা, পরামর্শদান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের এমএসএমই ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করার কাজ করছে। প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক স্তরে ৫৫০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫০টি দেশের ১১,০৩২ জন আধিকারিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দেশে আয়োজিত ১৭,৬৭২টি কর্মসূচিতে উপকৃত হয়েছেন ৬,০৭,৪৯৭ জন। ভারতের শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব স্বাধীনতার পর থেকেই স্বীকৃত। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক দশকের সরকারি নীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয়ের তুলনামূলক সুষম বণ্টন এবং স্থানীয় পুঁজি ও দক্ষতার সদ্ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ছোট শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদন ও জীবিকার সুযোগ তৈরি করাই ছিল এই নীতির অন্যতম লক্ষ্য। ১৯৫৪ সালে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন গড়ে তোলা হয়। পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা, ঋণ, বিপণন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি চালু হয়। ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর ক্ষুদ্র শিল্পের সামনে প্রতিযোগিতা, প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং পণ্যের গুণমান উন্নত করার নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়। সেই পরিস্থিতিতে শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, গুণমান যাচাই, বাজার সম্প্রসারণ এবং আর্থিক সহায়তার ওপর গুরুত্ব বাড়ে। একই সঙ্গে পরিষেবা ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলিকেও ক্ষুদ্র শিল্পের

বার্লিন: পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলির দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। বৃহস্পতিবার বার্লিন গ্লোবাল ডায়ালগে অংশ নিয়ে তিনি কার্বন নিঃসরণে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং জলবায়ু অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, বিশ্ব জনসংখ্যার ১৮ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করলেও ভারতের অবদান বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। অন্যদিকে, উন্নত দেশগুলির ঐতিহাসিক নিঃসরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তাদের আর্থিক প্রতিশ্রুতি পালনের বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকার প্রশ্নের উত্তরে গোয়েল দাবি করেন, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৮ শতাংশ ভারতে বসবাস করলেও বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে ভারতের অবদান প্রায় ৩ শতাংশ। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, উন্নত দেশগুলি বিশ্ব জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম অংশের প্রতিনিধিত্ব করেও ঐতিহাসিকভাবে কার্বন নিঃসরণে বেশ ভূমিকা নিয়েছে। কার্বন নিঃসরণে এই দেশগুলি প্রায় ১৯ শতাংশের আশপাশে অবদান রেখেছে। এই বৈষম্যের ফলে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব বেড়েছে। অথচ জলবায়ু পরিবর্তনের দায় ও তা মোকাবিলার খরচের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ

করেন তিনি। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থায়নের প্রশ্নেও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বিশ্বব্যাঙ্কের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, পরিবেশ রক্ষার জন্য বিপুল আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের দ্বীপরাষ্ট্র এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছে সেই অর্থ যথাযথভাবে পৌঁছয়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় যেসব দেশ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার উপর নির্ভরশীল, তাদের কাছে প্রতিশ্রুত অর্থ পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি। এই প্রসঙ্গে ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যের উল্লেখ করেন গোয়েল। তাঁর মতে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গ্লোবাল সাউথের দেশগুলির মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া এবং প্রতিটি দেশের মানুষের জন্য সুলভ শক্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার উপর প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন মেটাতে কম খরচে কার্বনভিত্তিক শক্তির প্রাপ্যতা এবং একই সঙ্গে নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রশ্নটিও তুলে ধরেন তিনি।

গোয়েলের বক্তব্য, জলবায়ু পরিবর্তনের দায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সব দেশের পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক অবদান বিবেচনা করা প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালনের কথা বলা হলেও, উন্নত দেশগুলির নিজেদের প্রতিশ্রুতি পূরণের

ক্ষেত্রেও একই রকম দায়বদ্ধতা থাকা উচিত। তাঁর অভিযোগ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করেনি। পুরনো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ঘাটতি নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। ভারতের শক্তি নীতি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে দেশ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে। সৌরশক্তি-সহ অপ্রচলিত শক্তির উৎসের ব্যবহার সম্প্রসারণের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, পরিবেশ সংরক্ষণে ভারতের পদক্ষেপের সঙ্গে উন্নত দেশগুলির বাস্তব অঙ্গীকারেরও সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। জার্মানি সফরে পীযুষ গোয়েলের কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানো। বার্লিন গ্লোবাল ডায়ালগে জলবায়ু অর্থায়ন ও কার্বন নিঃসরণ নিয়ে তাঁর বক্তব্য সেই বৃহত্তর আলোচনারই অংশ। পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব, উন্নয়নের প্রয়োজন এবং সুলভ শক্তির প্রাপ্যতার মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শিল্প ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা জোরদার করতে জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস সফরে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও

শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। ২২ থেকে ২৪ অক্টোবর জার্মানি এবং ২৪ থেকে ২৭ অক্টোবর নেদারল্যান্ডসে সরকারি সফর করবেন তিনি। এই সফরে তাঁর সঙ্গে প্রায় ১০০টি ভারতীয় সংস্থা ও নতুন উদ্যোগের প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন। দুই দেশের সঙ্গে ভারতের কৌশলগত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব আরও গভীর করা এবং আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে ভারতের ভূমিকা সম্প্রসারণই এই সফরের অন্যতম লক্ষ্য। সফরের প্রথম পর্যায়ে বার্লিনে ‘বার্লিন গ্লোবাল ডায়ালগ’-এ অংশ নেবেন পীযুষ গোয়েল। সেখানে আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারক এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্প ও ব্যবসায়িক নেতৃভূের সামনে ভারতের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উৎপাদন ক্ষমতা এবং নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশের ভূমিকা তুলে ধরবেন তিনি। জার্মানি সফরে দেশটির অর্থনৈতিক বিষয় ও জ্বালানিমন্ত্রী এবং জার্মান চ্যান্সেলারির অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিবিষয়ক উপদেষ্টা তথা জি৭ ও জি২০-র শেরপার সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পথ সম্প্রসারণ, উন্নত ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিবেশবান্ধব যানবাহন এবং পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তিতে সহযোগিতা বাড়ানো নিয়ে আলোচনা হবে। ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে চলমান আলোচনার মাধ্যমে সম্ভাব্য বাজার *দ্বিতীয় পাতায়*

# এশীয় প্যারা গেমসে ভারতের ঝুলিতে ৮৮ পদক

নাগোয়া: এশীয় প্যারা গেমসের চতুর্থ দিনে আরও ২৬টি পদক জিতে ভারতের মোট পদকসংখ্যা দাঁড়াল ৮৮। বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার দিন শেষে ভারতের ঝুলিতে রয়েছে ২১টি সোনা, ২৬টি রূপো এবং ৪১টি ব্রোঞ্জ। সামগ্রিক পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভারতীয় দল। প্যারা অ্যাথলেটিক্স, প্যারা আর্চারি ও প্যারা সাঁতারে একাধিক উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পাশাপাশি একটি ইভেন্টে তিনটি পদকই জিতে নজর কেড়েছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদেরা। এই সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পদকজয়ী ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। দলের প্রধান কোচ সত্যনারায়ণ জানিয়েছেন, ৮৮টি পদক জয় ভারতীয় দলের নিষ্ঠা, শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতিফলন। বিভিন্ন বিভাগে রেকর্ড গড়া এবং ঐতিহাসিক সাফল্য ভারতীয় প্যারা স্পোর্টসের ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচয় দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর কথায়, প্রতিটি পদকের পিছনে রয়েছে ক্রীড়াবিদ, কোচ ও সহায়ক কর্মীদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম। এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ১০০ পদকের মাইলফলক অতিক্রম করাই এখন দলের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ভারতীয় দলের সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়ে ক্রীড়াবিদদের নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও অসাধারণ পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন। তাঁর শুভেচ্ছা পদকজয়ীদের পাশাপাশি দেশের প্যারা ক্রীড়াক্ষেত্রে যুক্ত প্রশিক্ষক ও সহায়ক কর্মীদের অবদানকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের ধারাবাহিক সাফল্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্যারা স্পোর্টসের সক্ষমতা তুলে ধরছে। প্যারা আর্চারিতে শীতল দেবী জোড়া সোনা জিতে দিনের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন। তোমন কুমারের সঙ্গে যৌথভাবে কম্পাউন্ড মিস্সড টিম ইভেন্টে সোনা জয়ের পর মহিলাদের ব্যক্তিগত কম্পাউন্ড বিভাগেও শীর্ষস্থান দখল করেন

তিনি। অন্যদিকে, অভিষেকেই ইতিহাস গড়েছেন স্বাতী চৌধুরী। মহিলাদের ডব্লিউ১ ব্যক্তিগত বিভাগে এশীয় প্যারা গেমসে ভারতের প্রথম পদক এনে দিয়েছেন তিনি। ফাইনালে চিনের মংকান সেনের কাছে ৪–৬ ব্যবধানে হেরে রূপো জেতেন স্বাতী। প্যারা অ্যাথলেটিক্সে পুরুষদের হাই জাম্পের টি৪২/টি৬৩ বিভাগে তিনটি পদকই জিতে নেয় ভারত। শৈলেশ কুমার ১.৮৯ মিটার লাফিয়ে সোনা জেতার পাশাপাশি নতুন গেমস রেকর্ড গড়েন। বরুণ সিং ভাটি ১.৮৪ মিটার লাফিয়ে রূপো এবং রাকুল ১.৮১ মিটার লাফিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন। ২০২২ সালের প্রতিযোগিতার পর ফের এই বিভাগে পদক তালিকার তিনটি স্থানই দখল করল ভারত। একই ইভেন্টে সোনা, রূপো ও ব্রোঞ্জ—তিনটি পদকই দেশের ঝুলিতে আসায় ভারতীয় দলের শক্তিশালী পারফরম্যান্স আরও স্পষ্ট হয়েছে। মহিলাদের ডিসকাস থ্রোয়ের এফ৫৪ বিভাগে ১৫.৬৬ মিটার দূরত্বে থ্রো করে সোনা জেতেন সুবর্ণা রাজ। মহিলাদের ৪০০ মিটার দৌড়ের টি১২ বিভাগে রূপো জেতেন তেজলবেন দামোর। এর আগে একটি ব্রোঞ্জও জেতায় তাঁর পদকসংখ্যা দাঁড়াল দুটি। মহিলাদের ৪০০ মিটার টি৪৭ বিভাগে ভারত জোড়া পদক পায়। অঞ্জনাবেন বুঝাডিয়া ৫৯.৯৭ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে সোনা জেতেন। জয়ন্তী বেহেরা ১ মিনিট ০.৬৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে রূপো পান। পুরুষদের ৪০০ মিটার টি৪৭ বিভাগে দিলীপ মহাদু গাভিত ও সোনা জিতে ভারতের পদকসংখ্যা বাড়ান। প্যারা সাঁতারেও একাধিক পদক এসেছে। পুরুষদের ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল এস১০ বিভাগে ৪ মিনিট ৩৮.৪৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে রূপো জেতেন কপিল কুমার। পুরুষদের ১০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক এসবি৯ বিভাগে ১ মিনিট ১৩.৭৭ সেকেন্ড সময় করে ব্রোঞ্জ পান স্বাতিক পাটিল। পুরুষদের ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক এস৭ বিভাগে তেজস নন্দকুমার ১ মিনিট ১৮.৫৮ সেকেন্ড সময় নিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন।

# সম্পাদকীয়

কাহিনিতে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা অশুভ শক্তির বিনাশ করে দেবতাদের স্বর্গরাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই কাহিনি যুগে যুগে মানুষকে শিখিয়েছে, অন্যায় ও অহংকারের শক্তি যত প্রবলই হোক, সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য শুভশক্তির জাগরণ অপরিহার্য। দেবী দুর্গা শক্তির প্রতীক, তিনি মাতৃরূপে স্নেহের আধার, আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধের প্রতিমূর্তি। তাঁর দশ হাতে ধারণ করা অস্ত্রগুলি যেন মনে করিয়ে দেয়, অশুভের মোকাবিলায় সাহস, সংযম, প্রজ্ঞা ও সংকল্প—সবকিছুরই প্রয়োজন। বিজয়া দশমীর মাহাত্ম্য এখানেই যে, এই দিন আমাদের আত্মসমীক্ষার সুযোগ এনে দেয়। দেবীর আরাধনায় আমরা শক্তি চাই, সাহস চাই, বাধা অতিক্রম করার ক্ষমতা চাই। কিন্তু সেই প্রার্থনার যথার্থতা কোথায়, যদি দৈনন্দিন জীবনে আমরা অন্যায়ের সামনে নীরব থাকি, দুর্বলের প্রতি অবিচার হতে দেখি, কিংবা নিজের স্বার্থের জন্য বিবেককে বিসর্জন দিই? দেবী বন্দনার প্রকৃত সার্থকতা নিহিত রয়েছে শুভবোধকে জাগ্রত রাখা এবং অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে নিজের ভিতরেই সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার মধ্যে।

বাংলার ঘরে ঘরে বিজয়া মানেই প্রণাম, আশীর্বাদ, কোলাকুলি ও মিষ্টিমুখ। বয়োজ্যেষ্ঠদের আশীর্বাদ নিয়ে ছোটরা নতুন পথ চলার প্রেরণা পায়। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৌহার্দের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। মা দুর্গার বাপের বাড়ি থেকে কৈলাসে প্রত্যাবর্তনের কাহিনি বাঙালির মনে যে আবেগ সৃষ্টি করে, তা একান্তই আপন। বিসর্জনের মুহূর্তে তাই আনন্দের সঙ্গে মিশে থাকে বিষাদ, আর সেই বিষাদের মধ্যেও পরের বছরের জন্য অপেক্ষা করার আনন্দ।

আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ে এই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তাৎপর্য নতুন করে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আধুনিকতার অগ্রগতি আমাদের জীবনকে বদলে দিয়েছে, কিন্তু মানুষের অন্তরের শান্তি, নৈতিক দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন মুছে যায়নি। জীবনের প্রতিকূলতা, অনিশ্চয়তা ও সংকটের মধ্যে মানুষ বারবার আশ্রয় খোঁজে ভক্তিতে, প্রার্থনায় এবং নিজের বিশ্বাসের শক্তিতে। দেবী দুর্গার আরাধনা সেই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে—বিপদ যত কঠিনই হোক, সাহস ও শুভবুদ্ধি নিয়ে তার মোকাবিলা করা সম্ভব। বিজয়া দশমী আমাদের মনে করিয়ে দিক, শক্তির আরাধনা যেন দায়িত্ববোধে পরিণত হয়, ভক্তি যেন সৎকর্মের প্রেরণা জোগায় এবং ধর্মবিশ্বাস যেন মানুষকে নিজের কর্তব্য পালনে আরও নিষ্ঠাবান করে তোলে। দেবীর আশীর্বাদে দূর হোক জীবনের বাধা, বিনাশ হোক অশুভ প্রবৃত্তির, প্রতিষ্ঠিত হোক সত্য, ন্যায় ও শুভবুদ্ধি। বাংলার ঘরে ঘরে ফিরে আসুক শান্তি ও সমৃদ্ধি, প্রতিটি পরিবার ভরে উঠুক সুস্বাস্থ্য, আনন্দ ও মঙ্গলকামনায়।

সম্পর্শনের পক্ষ থেকে সকল পাঠক, শুভানুধ্যায়ী ও দেশবাসীকে জানাই বিজয়া দশমীর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও প্রণাম। মহিষাসুরমর্দিনী মা দুর্গার আশীর্বাদে সকলের জীবন হোক মঙ্গলময়, শক্তিময় ও আনন্দপূর্ণ। অশুভের বিনাশ হোক, শুভের জয় হোক।

শুভ বিজয়া।

জয় মা দুর্গা।

# এমিশনে দ্বিচারিতা

*প্রথম পাতার বাকি অংশ*

সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগের সুযোগও বৈঠকে গুরুত্ব পাবে। ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদলের জন্য বার্লিনে একাধিক ক্ষেত্রভিত্তিক আলোচনা ও বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। জার্মান সংস্থার প্রধান নির্বাহীদের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা গাড়ি শিল্প, উন্নত উৎপাদন, পরিকাঠামো ও জ্বালানি; তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও পরিষেবা; কৃষি-খাদ্য, ভোগ্যপণ্য ও বস্ত্র; এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা, ওষুধ ও সুস্থতা-সংক্রান্ত শিল্প নিয়ে আলোচনা করবেন।

জার্মানির বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংস্থা জিটিএআই-এর সঙ্গে ভারত-জার্মানি বিনিয়োগ বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকেও অংশ নেবে প্রতিনিধিদল। জার্মানিতে বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম স্থাপনের সম্ভাবনা নিয়ে সেখানে আলোচনা হবে। পাশাপাশি শিল্পের রূপান্তর, গভীর প্রযুক্তি, মাইক্রোইলেকট্রনিক্স, দক্ষতা উন্নয়ন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং নির্ভরযোগ্য সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ে জার্মানির উদ্ভাবন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং নীতিবিষয়ক গবেষণা সংস্থাগুলির সঙ্গে মতবিনিময় করবেন ভারতীয় প্রতিনিধিরা।

২৪ অক্টোবর নেদারল্যান্ডস সফরে যাওয়ার পর দ্য হেগে দেশটির অর্থনৈতিক বিষয় ও জলবায়ুমন্ত্রী এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগিতামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন পীযুষ গোয়েল। বাণিজ্যের নতুন পথ খোঁজা এবং পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিতে

রূপান্তরের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো হবে এই আলোচনার মূল বিষয়। নর্থ হল্যান্ডের কিংস কমিশনার এবং ডাচ সংসদের বৈদেশিক বাণিজ্য ও ইউরোপীয় বিষয়ক কমিটির সদস্যদের সঙ্গেও আলোচনা করবেন তিনি।

২৫ অক্টোবর ভারতীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদল রটারডাম বন্দরে যাবে। সেখানে বন্দরকেন্দ্রিক পণ্য পরিবহণ, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামো পরিদর্শনের কর্মসূচি রয়েছে। পরদিন, ২৬ অক্টোবর দ্য হেগে ভারত-নেদারল্যান্ডস বিজনেস ফোরামে বক্তব্য রাখবেন পীযুষ গোয়েল। অনুষ্ঠানে নেদারল্যান্ডসের বৈদেশিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগিতামন্ত্রীও উপস্থিত থাকবেন।

বিজনেস ফোরামের পরে ছয়টি ক্ষেত্রভিত্তিক গোলটেবিল বৈঠক এবং ব্যবসায়িক সংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। কৃষি-খাদ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, উচ্চপ্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, স্থায়িত্ব ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, সরবরাহ শৃঙ্খল ও যোগাযোগ, উৎপাদন, ওষুধ, বস্ত্র ও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য এবং পরিষেবা-সহ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে।

এই সফরের মাধ্যমে ইউরোপের দুই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব এবং বিনিয়োগের সুযোগ সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হবে বলে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক জানিয়েছে।

# ক্ষেত বাঁচাও অভিযান

কর্নাল: কৃষিজমির উর্বরতা রক্ষা, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অপরিমিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই কৃষি পদ্ধতির প্রসারে দেশজুড়ে ‘খেত বাঁচাও অভিযান’-এর সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। বৃহস্পতিবার হরিয়ানার কর্নাল জেলার ঐতিহাসিক তারাগড়ি থেকে এই অভিযানের সূচনা হয়। ২২ অক্টোবর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে দেশব্যাপী সচেতনতা কর্মসূচি। কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের মাটির স্বাস্থ্য ও সুযম কৃষি ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সচেতন করার আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ও কৃষি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কৃষক, বিজ্ঞানী এবং আধিকারিকেরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নেন। চৌহান বলেন, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ভারসাম্যহীন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে জমির উর্বরতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করা জাতীয় দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও

কৃষিজমির অবনতি নিয়ে উদ্বিগ্ন বলে জানান তিনি। তাঁর বক্তব্য, জমির স্বাস্থ্য রক্ষার সঙ্গে মানুষের সুস্বাস্থ্যও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সারের দাম ও ভর্তুকির প্রসঙ্গে চৌহান জানান, আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম বাড়লেও কৃষকদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ কমাতে কেন্দ্র বছরে দেড় লক্ষ কোটি টাকারও বেশি ভর্তুকি দিচ্ছে। এর ফলে কৃষকেরা ২৬৬ টাকায় এক বস্তা ইউরিয়া এবং ১,৩৫০ টাকায় এক বস্তা ডিএপি সার পাচ্ছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তবে সারের দাম কম থাকার অর্থ এই নয় যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার প্রয়োগ করতে হবে। মাটির প্রয়োজন না বুঝে সার ব্যবহার করলে উৎপাদন বাড়ার নিশ্চয়তা নেই; বরং কৃষকের অর্থ অপচয়ের পাশাপাশি জমির স্বাস্থ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি। সুযম সার প্রয়োগের জন্য কৃষকদের মাটির স্বাস্থ্য কার্ড পরীক্ষা করার পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও এই কার্ডের তথ্য দেখে জানতে কোন পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি রয়েছে, তা চিহ্নিত করা সম্ভব।

# নাড়ু,মোয়াতেই বিজয়া দশমী

**সন্দীপন তালুকদার**

একটি জাতির আত্মপরিচয়ের উপকরণ কেবলমাত্র তার যুদ্ধ জয়ের ইতিহাস কিংবা রাজপথের ক্ষমতা দখলের লড়ায়ের ইতিবৃত্ত, না তার স্বকীয় সামাজিক আর সাংস্কৃতিক নীতি মাল্য, এই নিয়ে আজও সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতান্তর আছে। তবে প্রতিষ্ঠিত ধারণা অনুযায়ী একটি সভ্য জাতির দীর্ঘমেয়াদী অস্তিত্বের আসল শিকড় লুকিয়ে থাকে তার প্রবহমান লোক সংস্কৃতির ধারায়। আর এই লোকজ সংস্কৃতির আঙিনা মহিত হয় গৃহস্থের রান্নাঘরের নিজস্ব স্বাদ আর সুবাসে। এই সামাজিক সত্তা ও আত্মপরিচয়ের অতলেই জন্ম নেয় উৎসব পালনের রীতিনীতি। তাই বিশেষ বিশেষ পরবের নিজস্ব খাদ্য সংস্কৃতি কেবলমাত্র লোকাচার হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং হয়ে ওঠে জন-জীবনের প্রামাণ্য দলিল। শরতের সকালের সোনা বরা রোদ যখন উঠান জুড়ে ছড়িয়ে থাকা শিউলির গালিচায় লুটোপুটি করে, কাশ ফুলে দোলা লাগে, তখন নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতোই ভেসে চলা মেঘের নৌকায় মর্ত্যে উমার আগমন ঘটে। শরতের এই আবহমান আমেজে বাঙালির লোকাযত মনন আর খাদ্য সংস্কৃতি মিলে মিশে এক হয়ে যায়। বিজয়া দশমী আর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোর এই সন্ধি ক্ষণে নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, কড়া পাকের নারকেলের তক্তি কিংবা গুড়ে বাঁধা মুড়ি-চিড়ার মোয়া কেবল শারদ শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় কার মিষ্টিমুখের পসরা হয়েই থাকে না—হয়ে ওঠে বাঙালির সমাজ জীবনের ও তার জাতিগত অস্থিতার এক দীর্ঘমেয়াদী অনাবিল উদযাপন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে দুর্গোৎসবের মেজাজ, বদলেছে বাঙালির অতিথি আপ্যায়নে নাড়ু-মোয়া-তক্তির ব্যবহারের চিরাচরিত সংস্কৃতিও। এককালে আভিজাত্যে মোড়া জমিদার বাড়ির পুজো কিংবা স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের পারিবারিক চণ্ডীমণ্ডপপুন্ড্রোতে অনুষ্ঠিত দুর্গা পূজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল দেবী পক্ষের

## ইন্দো-পোল

*প্রথম পাতার বাকি অংশ*

দেশের সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারত্বের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। সেই সময় গৃহীত ২০২৪-২৮ কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দুই দেশ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও নিবিড় করার অঙ্গীকার করেছে। ভারতীয় সংস্থাগুলিকে পোল্যান্ডে বিনিয়োগ বাড়ানোর পাশাপাশি পোলিশ সংস্থাগুলিকে ভারতের বৃহৎ বাজার, দক্ষ কর্মী এবং উৎপাদন ও উদ্ভাবন পরিকাঠামোর সুযোগ কাজে লাগানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে দুই দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে ‘ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রি ডায়ালগ’ বা প্রতিরক্ষা শিল্প সংলাপ চালুর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রযুক্তি বিনিময়, যৌথ উন্নয়ন, যৌথ উৎপাদন এবং শিল্পক্ষেত্রে অংশীদারত্বের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে। সাইবার নিরাপত্তা, উদীয়মান প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা উদ্ভাবনেও সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে দুই পক্ষ একমত হয়েছে।সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দুই দেশ সব ধরনের সন্ত্রাসবাদ ও হিংসাত্মক চরমপন্থার নিন্দা করেছে। ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল জন্মু ও কাশ্মীরের পছেলগামে জঙ্গি হামলারও তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে যৌথ বিবৃতিতে। সন্ত্রাসবাদে অর্থের জোগান বন্ধ করা, জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও পরিকাঠামো ভেঙে দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সমন্বিত পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে দুই দেশ সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী সংলাপ শুরু করতে সম্মত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভারত স্বাগত জানিয়েছে পোল্যান্ডের ‘কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার’ বা দুর্যোগ-সহনশীল পরিকাঠামো জোটে যোগদানের ঘোষণাকে। পরিচ্ছন্ন শক্তি, জলবায়ু-সহনশীল উন্নয়ন এবং টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপরও জোর দিয়েছে দুই দেশ। যৌথ বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তিতে যৌথ গবেষণা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, ব্যাটারি পুনর্ব্যবহার, জাহাজ চলাচল, ভারত-ইউরোপ-মধ্যপ্রাচ্য অর্থনৈতিক করিডরের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও সহযোগিতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে দুই দেশ।

গোড়ার দিকের পড়ন্ত দুপুরে মেয়ে-গিমিদের টেকিশালের মজলিসে একজোট হয়ে চিঁড়া কোটার হন্দ। জমিদার বাড়ির বড় হাঁড়িতে ফুটন্ত গুড়ের কড়া পাক, শত শত নারকেল কোড়ার খসখসে শব্দ আর ঠাকুরদালান থেকে ভেসে আসা খাঁটি গাওয়া ঘি-গুড়ের মোহময় আবেশে গোটা গ্রাম মাতোয়ারা হত। দেশ ভাগের পর আমাদের স্বাধীন দেশের সমাজ ব্যবস্থা যখন ক্রমে আরও সমবায় রূপ নিল, তখনি গ্রামের পাড়ায় বা শহর-মফস্বলে চালু হলো ‘বারোয়ারি পুজো’। সেখানেও



নাড়ু-মোয়া ছিল সর্বজনীন মিলনের প্রতীক—পাড়ার মোড়ের পুজো মণ্ডপের এক নিরিবিলি কোনায়, বা নিকটবর্তী কোনো সহৃদয় গৃহস্থের রান্নাঘরে বসত এই আসর। খই থেকে মুড়কি আর চিঁড়া থেকে মোয়া তৈরির মিষ্টি ঘ্রাণের আর নারকেল কোড়ার সেই চেনা শব্দের সঙ্গে সর্বজনীন পুজোকে অন্য মাত্রা যোগ করতো মা-কাকিমাদের কড়চা। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যারও সমবন্টন হয়ে উঠেছিল বারোয়ারি পুজোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কালের নিয়মে সেই দিন পেরিয়ে আধুনিক বাঙালি সমাজ যখন পা রাখল চটকদার ‘থিম পুজো’র জগতে, মণ্ডপের সাজ বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ার উদযাপনেও পরিবর্তন এল। আর আজকের

*(চলবে)*

## অভ্যন্তরীণ মৎসচাষে গুরুত্ব

নয়াদিল্লি: অভ্যন্তরীণ মৎসচাষে বিনিয়োগ, প্রক্রিয়াকরণ, হিমঘর-শৃঙ্খল পরিকাঠামো এবং রফতানির সুযোগ বাড়াতে আজ মধ্যপ্রদেশের ভোপালে আয়োজিত হচ্ছে ‘ফিশারিজ ইনভেস্টরস অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স কনক্লেভ ২০২৬’। কেন্দ্রীয় মৎস্য, পশুপালন ও দুগ্ধ উৎপাদন মন্ত্রক এবং মধ্যপ্রদেশ সরকারের মৎস্য দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনের লক্ষ্য, মাছ উৎপাদনের সঙ্গে বাজার, বিনিয়োগ ও মূল্য সংযোজনের সংযোগ আরও শক্তিশালী করা। এর মাধ্যমে মৎস্যজীবী ও মাছচাষিদের আয় বাড়ানোর পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ রাজ্যগুলির উৎপাদনকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সম্মেলনে মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ১,০০০-এর বেশি মাছচাষি-সহ বিনিয়োগকারী, রফতানিকারক, মৎস্যজীবী সমবায়, মৎস্যচাষি উৎপাদক সংগঠন,

দিনে দুর্গোৎসব যখন বহুতল আবাসনের ঝাঁ-চকচকে কর্পোরেট কালচারে এসে পৌঁছেছে, তখন পরিবর্তনটা এসেছে একেবারেই ভিন্ন মাত্রায়। আজ যেখানে ক্লাবহাউসের কে্যুটরিং কিংবা অনলাইনে বায়না করা সাজানো মিষ্টির রমরমা, সেখানে হাতে গড়া নারকেলের নাড়ু কিংবা তিল-গুড়ের মোয়া যেন মাঝবয়সি বাঙালির স্মৃতির আড়ালে মুখ লুকাতে বসেছে। এই যে আভিজাত্যের উন্মুক্ত চণ্ডীমণ্ডপ থেকে আজকের গেটেড আবাসন কালচার—দুর্গাপূজোর এই ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ু, মুড়ি, মুড়কি আর তক্তি বানানোর চিরন্তন রেওয়াজ এবং তার বিপণনে ঘটেছে বিরাট ওলটপালট। যৌথ হেঁশেলের সেই কোলাহল আজ ঠাঁই নিয়েছে অ্যাপ-নির্ভর কেনাকাটায়, যার পেছনে রয়েছে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ পাওয়ার আর অনেকখানি সুখ হারিয়ে ফেলার নীরব ইতিহাস। তবে নাড়ু, মোয়ার আধিপত্যের এই পরিবর্তন কিন্তু নেহাতই সাম্প্রতিক। এদের জন্মস্থান সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের রান্নাঘর থেকে পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল, সে আজ প্রায় দুই দশক আগের কথা। তবে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে—প্রাক পুজোর সময়, রাজ্যের বিভিন্ন শহরের কিংবা মফস্বলের গলিপথে নাড়ু, মোয়া, মুড়কি বিক্রোতা; স্বনির্ভর মহিলা সমিতির সদস্যদের উপস্থিতি ছিল নিত্যদিনের। পাড়ার গৃহিণীদের ‘মুশকিল আসান’ এই মহিলারা নেহাতই ন্যায্য মূল্যে চটের ভারী ব্যাগে বয়ে, সেলোফেন পেপারে মোড়া নাড়ু-মোয়া বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতেন। এতে শহুরে গৃহিণীদের শ্রম যেনন লাঘব হতো, তেমনি অটুট থাকতো বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে আসা আত্মীয় বন্ধুদের সাদর আপ্যায়নের সাবেক রীতি। কিন্তু এটি কি ছিল ষোলোআনাই বিকিকিনির পসরা? নাকি এর আড়ালে জড়িয়ে ছিল এককালে বিপন্ন ছিন্ন মূল বাঙালির পরিবর্তিত পরিবেশে খড়-কুটো আঁকড়ে ‘গ্যাহিনীজের ক্রম’ টিকে থাকার দীর্ঘ শ্বাস? ‘নাড়ু’ শব্দটার মধ্যেই যেন জড়িয়ে থাকে এক পরম ঘরোয়া আদুরে টান আর ঠাকুমা-দিদিমার হাতের স্নেহময় স্পর্শ।

*(চলবে)*

ক

মি

স্ব

শমিত

পুজোর উদ্বোধন...